সংবাদ

তারিখ ... 11 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

# আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশের পলিটেকনিকে

## ● ভাঙচুর, আগুন : পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩শ'র বেশি আহত

সংবাদ ডেস্ক

নয়া রেফার্ড পদ্ধতি নিয়ে সারাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। নয়া এ পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তিতে গতকাল ছয়টি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সড়ক অবরোধ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ার শেল ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। সংঘর্ষে এক এসআইসহ ২০ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় ২৫ ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর এবং পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এ ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদিকে সংঘর্ষের পর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সংবাদ প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কুমিল্লা : নয়া রেফার্ড পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে গতকাল কুমিল্লা পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সড়ক অবরোধ করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ছোড়ে ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এ ঘটনায় পুলিশ ১৭ ছাত্রকে আটক করেছে। কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রেফার্ড পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে গতকাল ছড়িয়ে : পৃষ্ঠা : ১১ ক ৬

## ছড়িয়ে : পড়েছে সারাদেশে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সকালে ৯টায় কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা অধ্যক্ষের কার্যালয় ঘেরাওয়ের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এরপর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে। সেখানে পুলিশ তাদের বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ছুড়ে ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীরা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে ১৫ পুলিশসহ শতাধিক ছাত্র আহত হয়।

এ সংঘর্ষ মহাসড়কের হাওরাতলী, নন্দনপুর, বেলতলী, জাঙ্গালিয়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ছাত্ররা ২০টি যানবাহন ভাঙচুর করে। মহাসড়কে তারা টায়ারে আগুন লাগিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৫ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে বিকল্প পথে কুমিল্লা শহরের মধ্য দিয়ে যানবাহন চললেও ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

সংঘর্ষের সময় পুলিশ আবদুর রহমান লিটন, সারওয়ার সাঈদ, মাজহারুল ইসলাম নাসিম, রাসেল খন্দকার, আরমান, শাহজাহান ভূঁইয়াসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহম্মেদ জানান, দুপুর দেড়টায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এদিকে মহাসড়ক অবরোধ শেষে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ফিরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ির অধ্যক্ষের বাসভবন ও অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এছাড়াও ইনস্টিটিউটে অবস্থিত গাড়ির গ্যারেজে থাকা একটি বাসেও অগ্নিসংযোগ করে। সন্ধ্যা ৬টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বগুড়া : নয়া রেফার্ড পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা গতকাল বিক্ষোভ মিছিল, সড়ক অবরোধ ও ভাঙচুর চালিয়েছে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৫ রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় ৫ ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নোটিশ বোর্ডে শিক্ষা কার্যক্রমের নতুন নীতিমালা সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন গত জানুয়ারি মাসে টাঙানো হয়। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থী দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পর্বে সমাপনী পরীক্ষায় কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আগের নীতিমালা অনুযায়ী একজন ছাত্র অষ্ট পর্বের নিবন্ধন থাকাকালীন যে কোন পর্বের অকৃতকার্য বিষয়ে পরবর্তী পর্বে ফেল পরীক্ষা দেয়ার বিধান ছিল কিন্তু নতুন নীতিমালা অনুযায়ী সে সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীরা তা বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিল।

গতকাল সকাল ১১টায় শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পরে তারা কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে তারা। দেড় ঘণ্টা ধরে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ মারমুখী হয়ে ওঠে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৫টি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ২টি সিএনজি ও ১টি প্রাইভেটকার ভাঙচুর করে। পরে আন্দোলনরত ৫ জন ছাত্রকে ধরে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়।

এদিকে, আজ বুধবার থেকে দেশের সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি দেখে আন্দোলনরত অনেক ছাত্র গ্রেফতার এড়তে গা ঢাকা দিয়েছে।

ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র কামরুল ইসলাম জানান, কলেজের পরিস্থিতি অশান্ত দেখে অনেকেই কলেজ ছেড়ে চলে গেছে।

বগুড়া সদর থানার সেকেন্ড অফিসার শরিফুল ইসলাম ৫ জন ছাত্রকে জিম্মায় নেয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত।

এ বিষয় নিয়ে গতকাল বিকেল ৪টায় বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল শাহাদত হোসেন জানান, পরীক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই চলবে। এ বিষয়ে পুলিশের সহায়তা নেয়া হবে।

রংপুর : গতকাল মঙ্গলবার রংপুরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল দাবিতে কোতোয়ালি থানা, ডিসি, এসপি অফিস ঘেরাও এবং সড়ক অবরোধ করে। তারা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ, দুটি ছাত্রাবাসসহ শহরের কয়েকটি স্থানে ভাঙচুর চালায়।